পাঁচটি প্রকল্প উপহার বিধায়ক মানসের

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

হুগলির গোঘাটের বিধায়ক মানস মজুমদার বিধায়ক হিসাবে জিতে আসার পর থেকেই নানারকম উন্নয়নের কাজ নিয়ে এলাকাকে সাজিয়ে তুলছেন। একের পর এক প্রকল্পের সুবিধা আদায় করে উপহার দিচ্ছেন গোঘাটবাসীকে। কখনও বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, কখনও ঝাঁ চকচকে রাস্তা, কখনও আই সি ডি এস কেন্দ্র সংস্কার বা নতুন কেন্দ্র তৈরি ইত্যাদি। যেভাবে তিনি একের পর এক প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিয়ে চলেছেন তাতে অনেকেই তাঁকে ‘কল্পতরু’ হিসাবে সম্বোধন করছেন। এবারও তিনি হুগলি জেলার বালি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পাঁচটি প্রকল্পকে নতুনভাবে সাজিয়ে তুললেন। সবুজ আলো জ্বালিয়ে এই সমস্ত প্রকল্পগুলির সূচনা করে সাধারণ মানুষকে উপহার দিলেন। প্রকল্পগুলি হল দিঘড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ‘কিশলয়’, কানাইপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ‘অঙ্কুর’, উদয়রাজপুর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র ‘বিকাশ’, একটি কাঠের শ্মশানচুল্লী ‘স্বর্গদ্বার’ এবং বালি ফ্লাড সেন্টার। এই সমস্ত প্রকল্পগুলিকে তিনি নতুন করে সংস্কারের ব্যবস্থা করেন। তারপর এদিন জনসাধারণের জন্য সূচনা করেন। প্রকল্প কেন্দ্রগুলির চাবি তুলে দেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে। পাশাপাশি এদিন বালি অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ১৭টি দুর্গাপুজো কমিটির হাতে আড়াই হাজার টাকা ও একটি করে ট্রফি তুলে দেন।

জানা গেছে, মূলত মশাবাহিত রোগ সচেতনায় এই সমস্ত পুজো কমিটিগুলি উদ্যোগী ভূমিকা পালন করায় এই টাকা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মানস মজুমজার ছাড়াও গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, কৃষি কর্মাধ্যক্ষ নারায়ণ পাঁজা, অঞ্চল প্রধান মৃত্যুঞ্জয় পাল ছাড়াও উপপ্রধান, অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান, সদস্য, তৃণমূল নেতা প্রভাত অধিকারী ছাড়াও বিভিন্ন স্তরের তৃণমূল কর্মী এবং ক্লাবের প্রতিনিধিরা।

চন্দননগরে বৃদ্ধা মাকে মারধর, ছেলের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ বৃদ্ধা মাকে মারধর করে বাড়ির দলিল আদায়ের চেষ্টায় চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির চন্দননগরে। এই ঘটনায় মা চন্দননগর থানায় ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। চন্দননগর ২১নং ওয়ার্ডের দশভূজা তলার বাসিন্দা পূর্ণিমা ঘোষ নামে বৃদ্ধা মাকে মারধর করে বাড়ির দলিল আদায়ের চেষ্টা করার অভিযোগ উঠেছে চন্দননগর ২১নং ওয়ার্ডের এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী তারক ঘোষের বিরুদ্ধে। এলাকার বাসিন্দা ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃদ্ধা মাকে মারধর করে বাড়ির দলিল আদায়ের চেষ্টা করা হচ্ছে বলে বৃদ্ধার একমাত্র পুত্র তারক ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান ওই বৃদ্ধা মা পূর্ণিমা ঘোষ। পূর্ণিমা দেবীর আরও অভিযোগ, মাস কয়েক ধরে এবং জগদ্ধাত্রীপুজোর পঞ্চমীর দিন তাঁকে মারধর করে ছেলে তারক। এমনকী তাঁর মুখে কাপড় ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁকে পিঠে, হাতে, পায়ে মারধর করে। ছেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তিনি থানায় লিখিতভাবে অভিযোগ জানান। বৃদ্ধা তারক ঘোষের মা পূর্ণিমাদেবী এদিন চন্দননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করতে এসে বলেন, আমার এত বয়স হয়েছে তবুও আমি অপরের বাড়িতে কাজ করে রোজগার করি। কিন্তু আমার এত বড় একমাত্র ছেলে কোনও রোজগারই করে না। আমার রোজগার থেকেই তাদের সংসার চলে। বাড়ির দলিল ও জমি নিজের নামে করে নেওয়ার জন্য আমাকে প্রায় প্রতিদিনই নানা অজুহাতে মারধর করে। চন্দননগর থানা সূত্রে জানা গেছে, বৃদ্ধা মায়ের অভিযোগের উপর ভিত্তি করে তাঁর ছেলেকে থানায় ডাকা হবে। অন্যদিকে পাড়ার বাসিন্দা সমর মৌলিক ও অন্যান্য ব্যক্তিরা জানান, তারক প্রায়ই তার মাকে মারধর করে।

আমরা অনেকবার বোঝানো চেষ্টা করি। কিন্তু তাতে সে তাকে শোধরাতে পারেনি। এদিনের ঘটনা শুনে আমরা পূর্ণিমাদেবীকে চন্দননগর থানায় যাওয়ার পরামর্শ দিই। তাই তিনি থানায় ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন।

আগুনে পুড়ল যাত্রী প্রতীক্ষালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ রাতের অন্ধকারে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে আগুন লাগাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল হুগলির আরামবাগের ২২ মাইলে। বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরার তহবিলের টাকায় তৈরি ৭নং রাজ্য সড়কের ধারে এই প্রতীক্ষালয়টিতে শুক্রবার রাতে হঠাৎই এলাকার মানুষ আগুন জ্বলতে দেখেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ছুটে গিয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জল ঢেলে ওই আগুন নেভান। প্রাথমিক অনুমান, মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তি প্রতীক্ষালয়ের মধ্যে আগুন জ্বালিয়েছিল। সেই আগুনই ধরে পুড়তে থাকে প্রতীক্ষালয়টি।

রাসে সাইক্লোরামা মঞ্চে দেবদেবীদের নাটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হচ্ছে হুগলির খানাকুলের গড়েরঘাটের রাস উৎসব। এবছর এই উৎসব ৪১তম বছরে পড়েছে। প্রতিবছরই হরেকৃষ্ণ ক্লাব এই উপলক্ষ্যে এলাকার মানুষকে নিত্যনতুন জিনিস উপহার দেন। এবার তাদের উপহার সাইক্লোরামা পদ্ধতিতে দেবদেবীদের নাটক উপহার। ইলেকট্রনিক্স-এর দেবদেবীরা নিজেরাই অভিনয় করে উপস্থিত ভক্তদের তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন। আর এই অভিনব জিনিস দেখতে শুধু খানাকুলের মানুষই নয়, সারা হুগলি জেলা ছাড়াও হাওড়া এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের বহু মানুষ প্রতিদিন ভিড় করছেন। প্রায় ২০০টি প্রতিমা নিয়ে চলছে এই নাটক। পাশাপাশি চন্দননগরের মতো পুরো এলাকাকে আলো দিয়ে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রতিবছরই এখানে খুব বড় করে অনুষ্ঠান হলেও বাইরের কারও কাছ থেকে কোনও চাঁদা নেওয়া হয় না। এলাকায় থাকা ২৫০জন দোকানদার চাঁদা দিয়ে এই উৎসবের আয়োজন করে থাকেন।

দুঃস্থদের শীতবস্ত্র উপহার স্বামী বিবেকানন্দ অনুধ্যান ও সেবা সংঘের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ দুঃস্থ ও অসহায় মানুষদের শীতবস্ত্র উপহার দিল হুগলির গোঘাটের ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বামী বিবেকানন্দ অনুধ্যান ও সেবা সংঘ। এদিন তাঁরা ওই অঞ্চলের চাতরা গ্রাম, গোবিন্দপুর হাইস্কুল ময়দান এবং শাঁখাটি ফুটবল মাঠে দুঃস্থদের হাতে ওই উপহার তুলে দেন। এব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন। ১৪টি গ্রামের ৬০০জন মানুষকে চিহ্নিত করে এই উপহার তুলে দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন কামারপুকুর মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী প্রভুকৃপানন্দজী মহারাজ, ব্রহ্মচারী দীপক মহারাজ ছাড়াও সেবা সংঘের সদস্যরা।

কৃষ্ণনগরের রাসের আকর্ষণ অন্নক্ষেত্র ও লাঠিখেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ হুগলির খানাকুলের কৃষ্ণনগর একটি প্রসিদ্ধ নাম। এখানে এক সময় মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের পদধূলি পড়েছিল। কথিত আছে, এটি ছিল দ্বাদশ গোপালের প্রথম গোপাল অভিরাম গোস্বামীর সাধনাস্থল। সাধক অভিরামের উদ্যোগেই কাজীনগরের নাম খানাকুল হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিল। এই অভিরাম গোস্বামী স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন হাওড়ার ঝিকিরার রাউতাড়ার বাসিন্দা তপস্বী বাঞ্ছারাম রায়কে। তিনি স্বপ্নাদেশে বাঞ্ছারামবাবুকে খানাকুলের কৃষ্ণনগরে রাস উৎসব সূচনার নির্দেশ দেন। কথিত আছে, সেই থেকেই বাঞ্ছারামবাবু ও তাঁর বংশধরদের উদ্যোগে এই রাস উৎসব চলে আসছে। কৃষ্ণনগর গোপীনাথ জিউ মন্দির প্রাঙ্গনে চারদিন ধরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শুক্রবার রাধাকৃষ্ণের পুজোপাঠের পর শনিবার অনুষ্ঠিত হল অন্নক্ষেত্র উৎসব। এখানে অসংখ্য মানুষ তিন ধরনের ভোগ গ্রহণ করেন বলে জানালেন মন্দিরের সেবাইত জয়গুরু গোস্বামী। জয়গুরুবাবু বলেন, এই মন্দির গৌড়ীয় ৫৩৯ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবে এই কৃষ্ণনগরের মাহাত্ম্য আরও বেড়ে যায়। রাস উপলক্ষ্যে রবিবার এখানে লাঠি খেলা অনুষ্ঠিত হবে। খানাকুলের চক্রপুরের ডাকাত পরিবারের কোনও এক সদস্য রীতি অনুযায়ী এই লাঠিখেলার সূচনা করেন। তাঁর সঙ্গে ভক্তরাও লাঠি খেলায় যোগ দেন। সোমবার এলাকার সমস্ত ভক্ত মিলে এক মিলন উৎসব পালিত হবে। তাই এখানকার মেলা এলাকাবাসীর কাছে মিলন মেলা হিসাবে পরিচিত। মেলা উপলক্ষ্যে দূর দূরান্ত থেকেও বহু মানুষ এখানে উপস্থিত হন। জয়গুরুবাবু আরও জানান, এই উৎসবকে সফল করে তুলতে খানাকুল থানা, স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং খানাকুল ২নং পঞ্চায়েত সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এমনকী স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য লক্ষণ দোলুই ১০০ দিনের প্রকল্পের মাধ্যমে এখানের বহু কাজ করে উৎসবস্থলকে সুন্দর করে সাজিয়ে দিয়েছেন।

স্কুলের ছাদে সব্জীচাষ দেখলেন কৃষিবিজ্ঞানী

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়া ঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের তৈরি সব্জী বাগান পরিদর্শন করলেন কৃষিবিজ্ঞানী অংশুমান মাইতি। শনিবার তিনি হুগলির পুরশুড়ার পারুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যান। সেখানে ঘুরে দেখেন খুদেদের হাতে তৈরি স্কুলের ছাদে পালং শাক, মূলা, লাউ, কুমড়ো ইত্যাদি সব্জী। দেখে খুবই খুশি হন। পাশাপাশি অংশুমানবাবু স্কুলের প্রধানশিক্ষক বিপ্লবকুমার সামন্তকে আরও ভালোভাবে ফসল তৈরি সংক্রান্ত কিছু পরামর্শ দেন। বেশ কিছুক্ষণ বাচ্চা ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে গল্পও করেন। উল্লেখ্য, কিছুদিন ধরেই প্রধানশিক্ষক বিপ্লববাবুর উদ্যোগে এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের আন্তরিক সহযোগিতায় স্কুলের ছাদে প্রায় ৬০০ বর্গফুট এলাকায় জৈব পদ্ধতিতে চাষ শুরু হয়েছে। শুধু সব্জীই নয়, সেখানে কুলেখাড়া, ব্রাহ্মী, বাসক, তুলসীসহ বেশ কিছু ভেষজ গাছেরও চাষ করা হচ্ছে। মিড ডে মিলে যাতে সব্জীর অভাব না হয় এবং টাটকা সব্জী তুলে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ বলে স্কুলের প্রধানশিক্ষক জানান, পরবর্তীকালে দেশি মাগুর মাছেরও চাষ করার পরিকল্পনা রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, বিপ্লববাবুর এই উদ্যোগ একাধিকবার আমাদের এই ‘আর্থিক লিপি’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। এদিকে এই খবর জানার পর সাংসদ অপরূপা পোদ্দারও বিপ্লববাবুদের এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এমনকি তিনি নিজেও স্কুলে গিয়ে তাঁর এই উদ্যোগ স্বচক্ষে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

ভুয়ো চাষির ধান বিক্রি বন্ধ করল প্রশাসন, উত্তেজনা গোঘাটে

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ চাষি সাজিয়ে সরকারি ধান বিক্রয় কেন্দ্রে ধান বিক্রির অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার দুপুরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল হুগলির গোঘাট ১নং ব্লকের মদিনায়। অভিযোগ, এদিন গোঘাটের রঘুবাটী অঞ্চলের রায়খাঁ গ্রামে এক চাষি মদিনা ক্যাম্পে এক ট্রাক্টর ধান নিয়ে বিক্রি করতে যান। কিন্তু তা দেখে এলাকার মানুষের সন্দেহ হয়। তাঁদের অভিযোগ, ওই চাষির জমির পরিমাণ খুব কম। তাই তাঁর ধানের পরিমাণ কখনও এত বেশি হবে না। এরপরেই এলাকার মানুষ ওই চাষিসহ ট্রাক্টরের ধান আটক করে বিক্ষোভ দেখান। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ রায়, বিডিও অনন্যা ঘোষ প্রমুখ। এরপরেই তাঁরা ওই ধান আটক করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এ বিষয়ে বিডিও অনন্যা ঘোষ বলেন, একটা সমস্যা হয়েছিল। আপাতত ওই চাষির ধান বাতিল করা হয়েছে। জানা গেছে, রাজ্য সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী ব্লকে ব্লকে সরকারি ধান ক্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। গোঘাট ১নং ব্লকে বকুলতলা ও মদিনাতে এরকম দুটি ক্রয়কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। পারচেজ অফিসারদের মাধ্যমে মিল মালিকরা সেই ধান কিনছেন। ইতিমধ্যেই এ নিয়ে গোঘাটের ক্যাম্পগুলিতে কিছু কিছু অভিযোগ উঠছিল। মূলত বেশি ছাঁট দেওয়ার অভিযোগই ছিল বিভিন্ন কেন্দ্রে। তাই কয়েকদিন আগে বিধায়ক মানস মজুমদার ওই সমস্ত ক্যাম্পগুলি পরিদর্শন করে পারচেজ অফিসারদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার সরাসরি ভুয়ো চাষির ধান বিক্রির অভিযোগ উঠেছে। এলাকার সাধারণ চাষিদের অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাষিদের কথা ভেবে এই প্রকল্প চালু করেছেন। কিন্তু তাতে যদি প্রকৃত চাষিরা বঞ্চিত হন তাহলে সরকারের আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। সত্যিকারের চাষিরা ধান বিক্রি করতে পারবে না। তাই ভুয়ো চাষিদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তাঁদের অভিযোগ, কিছু মিল মালিক কয়েকজনকে চাষি সাজিয়ে অতিরিক্ত মুনাফার লোভে ওই ভাবে ধান বিক্রি করাচ্ছেন। এবিষয়ে গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ প্রদীপ রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী চাষিদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। অসাধু ব্যবসায়ীরা এই সুযোগকে কাজ লাগিয়ে প্রকৃত চাষিদের বঞ্চিত করছে। এ জিনিস কখনও হতে পারে না। দরকার হলে তৃণমূলের লোকেরা ধান ক্রয়কেন্দ্রের কাছে থাকবে। দিদির স্বপ্নের প্রকল্পকে বাস্তব রূপ দিতে তারা সাহায্য করবে। এবিষয়ে আরামবাগ রাইস মিল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সত্যনারায়ণ মাঝি বলেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী প্রতি চাষি ৯০ কুইন্ট্যাল ধান উপযুক্ত প্রমাণ দিয়ে বিক্রি করতে পারেন। এক্ষেত্রে আমাদের কিছু করার নেই। অন্যদিকে বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, চাষিদের কথা ভেবে রাজ্য সরকার বাজারের চেয়ে বেশি দামে চাষিদের কাছ থেকে ধান কিনছে। কিন্তু কিছু অসাধু ব্যক্তি মুনাফা অর্জনের জন্য ভুয়ো চাষি সাজিয়ে নিজেদের ধান বিক্রি করার চেষ্টা করছে। এবিষয়টি আমরা মন্ত্রীকেও জানিয়েছি। যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও বলেছি।

ইউটিউব এ্যাওয়ার্ড পেলেন হুগলির প্রবীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, গুপ্তিপাড়া ঃ এক লক্ষ মানুষের মন ছুঁয়ে হুগলি জেলার ছেলে বিশ্বজয় করল। স্বীকৃতি এল খোদ আমেরিকা থেকে। স্বয়ং ইউটিউব-এর সি ই ও অভিনন্দন পত্র পাঠালেন হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার উত্তর বাধাগাছির যুবক প্রবীর দাস (বান্টি)কে। স্বয়ং ইউটিউব-এর সি ই ও লিখেছেন এক লাখের মাইলফলক অতিক্রম করা চাট্টিখানি কথা নয়। নিরলস পরিশ্রম করে এই সিলভার এ্যাওয়ার্ড জয় করতে হয়। আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়া থেকে বাংলার কলকাতার কাছে গুপ্তিপাড়ার দূরত্ব কম নয়। সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে এ্যাওয়ার্ড এল। প্রবীর দাস জানিয়েছেন, ২০১৬তে কাজ শুরু করে এখন তিনি ২ লক্ষের কাছাকাছি, যদিও বিনোদনের দুনিয়ায় উত্তরপ্রদেশের একজন পেলেও বাংলার ইউটিউব এ্যাওয়ার্ড উইনার হিসাবে প্রবীর দাসই প্রথম। মাঝে কিছু সময় প্রোডাক্টশনের কাজ বন্ধও ছিল। তবুও বহু

প্রতীক্ষিত এ্যাওয়ার্ড পেয়ে উচ্ছ্বসিত গ্রামের সবাই। দারুণ খুশি প্রবীর দাসের বাবা প্রদীপ দাস। সকলেই চাইছেন এবার সাগর পাড় থেকে গোল্ডেন এ্যাওয়ার্ডও আসুক। এর জন্য কঠিন পরিশ্রম করতে প্রস্তুত ইউনিটের সকলে। সাগর পেরিয়ে এ্যাওয়ার্ড এলো বাংলার ঘরে। এটা ক'জনই বা পারে।

ট্রেনে উঠতে গিয়ে পড়ে মৃত্যু প্রৌঢ়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ ভিড় ট্রেনে উঠতে গিয়ে মৃত্যুর হল প্রৌঢ়ের। হুগলির কোন্নগর স্টেশনের ডাউন ২নং লাইনে প্রায় ঘন্টা খানেক ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে গেলে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। শনিবার সকাল সওয়া ১০টা নাগাদ ডাউন তারকেশ্বর লোকাল কোন্নগরে ঢোকে। ট্রেনে ভীষণ ভিড় ছিল। ওই প্রৌঢ় ট্রেন উঠতে গিয়ে ট্রেনের তলায় ঢুকে যান। মাথায় আঘাত লেগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়।

গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ আবার আত্মহত্যার ঘটনা ঘটল হুগলির খানাকুলে। এবার খানাকুলের ঠাকুরাণীচকে পারিবারিক অশান্তির জেরে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মঘাতী হলেন এক মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতা ওই মহিলার নাম কমলা দোলুই (৫৮)। তাঁর বাড়ি ওই গ্রামেই। এলাকা সূত্রের খবর, ঘটনার কয়েকদিন আগে থেকেই পারিবারিক অশান্তিতে ভুগছিলেন ওই মহিলা। তার জেরেই শুক্রবার রাতে বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি গাছে গলায় কাপড়ের ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন তিনি। যদিও সমস্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

আরামবাগে সর্বপ্রথম
স্পেশালিস্ট কুকের স্পেশাল মেনু
দেবনাথ অভিজাত হোটেল ও রেস্টুরেন্ট
(এসি, নন এসি ও ওপেন আমব্রেলা)
কলিকাতার স্পেশালিস্ট রাঁধুনির
তন্দুর, ইন্ডিয়ান ও চাইনিজ
বিভাগের সমস্ত রকম খাবারের
– প্রকৃত স্বাদ নিন –
ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ ও ডিনার।
✦ টোটাল বিলের উপর ২০ শতাংশ ছাড় ও প্রতিদিন লাকি ড্র (৫ থেকে ৯ই নভেম্বর) ✦ ফ্রি গিফট কুপন(১০০০ টাকার উপর টোটাল বিলে) ✦ আগে থেকে টেবিল রিজার্ভ করা হয়। ✦ সকল অনুষ্ঠানে অর্ডার নেওয়া হয়। ✦ ভেজ লাঞ্চ থালি মাত্র ৫০ টাকা। ✦ ফ্রি গাড়ি পার্কিং ✦ ফ্রি হোম ডেলিভারী ✦ বাচ্চাদের খেলার সুব্যবস্থা আছে।
মো ঃ ৭৭১৯৩৬১৬৮৯
বাসুদেবপুর মোড়, আরামবাগ (দেবনাথ হাসপাতালের নিকট)

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/ মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
আরামবাগ(কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।